যুগান্তর

তারিখ 04 JUL 2015
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

## একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি

# বিলম্ব ফি মওকুফের চিন্তা

**যুগান্তর রিপোর্ট**

একাদশ শ্রেণীতে ভর্তিচ্ছু প্রথম তিন ধাপের শিক্ষার্থীদের বিলম্ব ফি মওকুফের চিন্তা-ভাবনা চলছে। তবে চতুর্থ বা শেষ ধাপে যারা ভর্তি হবে, তাদের বিলম্ব ফি দিতে হবে। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবু বক্কর ছিদ্দিক শুক্রবার রাতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। এবার মোট চার ধাপে কলেজ শিক্ষার্থীদের ভর্তি করা হচ্ছে। এর মধ্যে প্রথম ধাপে 'প্রথম মেধা' তালিকা থেকে শিক্ষার্থীদের ভর্তির কাজ বৃহস্পতিবার শেষ হয়। ঘোষিত ভর্তি নীতিমালা অনুযায়ী এ ধাপের শিক্ষার্থীদের জরিমানা দিতে হবে না। দ্বিতীয় মেধা তালিকা থেকে পরের তিন ধাপের শিক্ষার্থীদের জন্য বিলম্ব ফি ধার্য করা হয়েছিল। তবে এখন এ তিন ধাপের মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধাপের শিক্ষার্থীদের জরিমানা মওকুফের চিন্তা-ভাবনা চলছে। এ বিষয়ে অধ্যাপক ছিদ্দিক যুগান্তরকে বলেন, দু'কারণে আমরা জরিমানা মওকুফের চিন্তা-ভাবনা করছি। প্রথমত, ভর্তির মেধা তালিকা প্রকাশে বিলম্ব হয়েছে। আর ভর্তির তৃতীয় যে তালিকা প্রকাশ করা হবে সেটিকেও আমরা 'মেধা তালিকা' হিসেবে বিবেচনা করছি। এ কারণে তৃতীয় তালিকার শিক্ষার্থীদের কাছ থেকেও যাতে বিলম্ব ফি হিসেবে ৫০ টাকা করে না নেয়া হয়, সে নির্দেশনা চাইতে আমরা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাবনা পাঠাব। প্রস্তাবনা অনুমোদন হয়ে এলেই তা বাস্তবায়িত হবে। সরকারের ভুলের কারণে শিক্ষার্থীদের জরিমানার শিকার হওয়ার বিষয়ে যুগান্তর ৩০ জুন প্রতিবেদন প্রকাশ করে। ওইদিন যোগাযোগ করা হলে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ যুগান্তরকে বলেছিলেন, ভর্তি প্রক্রিয়ার ভুলের জন্য শিক্ষার্থীরা কোনো প্রকার ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। শিক্ষার্থীদের এজন্য কোনো জরিমানা দিতে হবে না। এদিকে যেসব শিক্ষার্থী বিভিন্ন ধরনের ভুলের শিকার হয়েছে, তারা তৃতীয় তালিকার আগে সমস্যার কোনো সমাধান পাবে না। ৬ জুলাই দ্বিতীয় মেধা তালিকা প্রকাশ করা হবে। ওই তালিকায় মাইগ্রেশন (কলেজ পরিবর্তন) করতে ইচ্ছুক এবং যারা কোনো কলেজে ভর্তির জন্য নির্বাচিত হয়নি, তারা স্থান পাবে। দ্বিতীয় মেধা তালিকা প্রকাশের আগে প্রত্যেক কলেজ তাদের ভর্তি করা শিক্ষার্থীর তালিকা অনলাইনে দাখিল করবে। সেখান থেকে শূন্য আসন বের করে তাতে ভর্তির জন্য শিক্ষার্থীদের এ দ্বিতীয় মেধা তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এ তালিকায় মাইগ্রেশনপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা শুধু তাদের পছন্দের উপরের কলেজে যেতে পারবে, তালিকার নিচের কলেজে নয়। ২য় মেধা তালিকার শিক্ষার্থীদের ৭ ও ৮ জুলাই বিলম্ব ফিসহ ভর্তি হতে হবে। মাইগ্রেশন পেতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের অনলাইনে প্রকাশিত কলেজের শূন্য আসন দেখে নিজ নিজ অ্যাপ্লিকেশন আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে সম্মতি/অপশন প্রদান (আবেদন) করতে হবে। কলেজ পছন্দ না হওয়া এসব শিক্ষার্থীর আবেদন নেয়া হচ্ছে। আর চান্স না পাওয়া শিক্ষার্থীদের বিষয়টি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সফটওয়্যারের মাধ্যমে সমাধান করা হবে। আর প্রথম দুই তালিকার বাইরে থাকা শিক্ষার্থীরা তৃতীয় তালিকায় স্থান পাবে। অর্থাৎ দ্বিতীয় তালিকা পর্যন্ত যারা কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়নি বা কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য নির্বাচিত হয়নি তাদের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের খালি আসনের জন্য অনলাইনে পুনরায় আবেদন করতে হবে। আগের মতোই একজন সর্বোচ্চ ৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিকল্প দিয়ে ৯ ও ১০ জুলাইয়ের মধ্যে আবেদন করবে। এক্ষেত্রে কোনো আবেদন ফি প্রদান করতে হবে না। এসব শিক্ষার্থীকে বোর্ড 'রিসিভ স্লিপধারী' প্রার্থী হিসেবে নাম দিয়েছে। এদের আবেদনের ফল ১১ জুলাই প্রকাশ করা হবে। ভর্তি হতে হবে ১২ জুলাই। এ বিষয়ে ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান বলেন, যেসব শিক্ষার্থী বিভিন্ন ধরনের ভুলের অভিযোগ নিয়ে এসেছিল, তাদের অনেকেরই সমস্যা তাৎক্ষণিক সমাধান করে দেয়া হয়। যেমন, ২০১৪ সালের এসএসসি পাস করা একজন শিক্ষার্থীকে ঢাকার একটি বড় কলেজে পোস্টিং দেয়া হয়। তাকে ওই কলেজটি ভর্তি নিচ্ছিল না। আমি টেলিফোন করে ব্যবস্থা করেছি। বেশকিছু শিক্ষার্থী সরকারি বিজ্ঞান কলেজে বিজনেস স্টাডিজ (বাণিজ্য বিভাগ) সুযোগ পায়। কিন্তু সেখানে শিক্ষার্থীরা গেলে এ ধরনের কোনো বিভাগ নেই বলে জানানো হয়। এ সমস্যাটা আমরা সমাধান করে দিয়েছি। আগের মতোই বিজনেস স্টাডিজ বিভাগ তারা চালু রাখবে। সরকার সেখানে শিক্ষক দেবে।

**কলেজ পছন্দ না হওয়া শিক্ষার্থীদের আবেদন নেয়া হচ্ছে**